কাব্যজিজ্ঞাসা — রস

নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আচার্য ভরত প্রশ্ন তুলেছিলেন - 'রসঃ ইতি কঃ পদার্থঃ?' প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলেছেন - 'উচ্যতে — আস্বাদ্যত্বাৎ'। অর্থাৎ যা আস্বাদ্য, তাই রস। রস আস্বাদ করা লোকের মন দিয়ে অনুভূতির বিষয়। আলংকারিকদের ভাষায় সে রস হল 'সহৃদয়হৃদয়সংবেদী'। আরও একটু এগিয়ে তাঁরা বলেন, কাব্যরসাস্বাদী সহৃদয় লোকের মনের বাইরে রসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আলংকারিকদের প্রযুক্ত একটি পারিভাষিক শব্দ - 'রস'। এই রস শব্দে চিত্তের আনন্দবিশেষকে ব্যক্ত করা হয়েছে। ধ্বনিবাদের অব্যবহিত পরে কাব্যবিচারে প্রতিষ্ঠিত হল রসবাদ। ধ্বন্যালোকের বিখ্যাত টীকাকার অভিনবগুপ্ত এই রসবাদের পর্যালোচনা করে রসের ভিত্তি। তিনিই রসের তত্ত্বকে একটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমির ওপর দাঁড় করালেন। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে এর নাম দেওয়া হল রসধ্বনিবাদ।

কাব্যের বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবের সংযোজনায় পাঠকচিত্তে সমুদিত এবং সমাসংস্কৃত তাঁর যে নিজস্ব স্থায়িভাব, সেই স্থায়িভাবেরই আনন্দময়ী চর্বণা অর্থাৎ প্রতীতিই হল রসধ্বনি। ("রসধ্বনিঃ স এব যো বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোজনোদিত-স্থায়ি প্রতিপত্তিকস্য প্রতিপত্তুঃ স্থায়্যংশচর্বণাপ্রযুক্তঃ আস্বাদপ্রকর্ষঃ।" — অভিনবগুপ্ত)

কবি একটি রসকে রূপায়িত করতে তারই অনুসারে গঠন করেন বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী ভাব। বিভাববোধের, বিশেষ করে, অনুভাববোধের পরেই

কাব্যের নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে পাঠকের ঘটে হৃদয়সংবাদ। সংবাদ অর্থাৎ সমতা বা সমধর্মতা। এই মানসীক্রিয়ায় অবশ্যম্ভাবী তন্ময়ীভবন। স্থায়ী তখন আর নায়কনায়িকাগত অর্থাৎ Objective থাকেনা, তা হয়ে যায় পাঠকচিত্তগত - Subjective। প্রকৃতার্থে স্থায়ীই রস, স্থায়ীর স্থায়িত্ব বা রসের রসত্ব ততক্ষণ, যতক্ষণ চলে চর্বণা।

'রস' প্রসঙ্গে কেউ বলেছেন তা অনুমিত হয়, কেউ বললেন রস হয় অনুকৃত, কেউ বা বললেন রস ভুক্ত হয়। কিন্তু এই অভিমতগুলি সহৃদয় সামাজিকের অন্তরে রসের উদ্ভবকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারেনা, কারণ রসের আবির্ভাব বা রসের আস্বাদন একটি অলৌকিক অবস্থা। তা বিশেষ লৌকিক কার্যকারণের রীতি অনুসরণ করেনা অনুসরণ করেনা। এবং অভিনবগুপ্ত চারটি মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন → উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ, অভিব্যক্তিবাদ। ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক, ভট্টনায়ক, শুধু এই অলৌকিক বস্তুর ব্যাখ্যা ও লৌকিক পর্যালোচনাতে রয়েছে বিশেষ করে রসোৎপত্তির বিষয়ে। এবার সেইদিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

রসনিষ্পত্তি

কাব্যনির্মাণ-কৌশলের তিনটি ভাগ- বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী / ব্যভিচারীভাব। আচার্য ভরত রসনিষ্পত্তির কথা বলতে গিয়ে এই তিন বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী আলংকারিকরা এই তিনটির মিলন ঘটিয়েছেন স্থায়িভাবের সঙ্গে। প্রথমে জানতে হবে স্থায়িভাব কী?

স্থায়িভাব বলতে মানবচিত্তে নয়টি (অন্যমতে আটটি) মূল আবেগ যা ইমোশনকে বর্ণনা করা হয়েছে, ন'টি স্থায়িভাব হল — রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শম। এই স্থায়িভাবগুলির কোন কোনটি লৌকিক আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু সে আনন্দ রসের আনন্দ ও নয়। এই ভাব যদি নাটক বা কাব্যে বিভাবাদির দ্বারা সংযুক্ত হয় তবে রসনিষ্পত্তি ঘটতে পারে। লৌকিক সুখ-দুঃখ থেকে কাব্যানন্দ পৃথক। আর, ভাবগুলি লৌকিক বস্তুর, কিন্তু রস অ-লৌকিক। তাই বলা যায় ট্রাজেডি যদি চিত্তে শোকই নিয়ে আসত, তাহলে একবার দেখার পর আর কেউ দেখত না, সেই জন্য ভাব ও রস যথাক্রমে আশ্রয় ও আশ্রিত হলেও পরস্পর ভিন্নধর্মী।

লৌকিক জগতের যাবতীয় বিষয়কে আমরা বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি, বাইরের জগতের বিভিন্ন ঘটনা, আমাদের অভিব্যক্তির কারণ। এগুলি লৌকিক জগতের বস্তু। এগুলিই যখন কাব্যে বা নাটকে পরিবেশিত হয় তখন তাকে বলে বিভাব। এই বিভাব দু প্রকার। (১) আলম্বন বিভাব (২) উদ্দীপন বিভাব।

মুখ্যভাবে যে বস্তুকে অবলম্বন করে রস উৎপন্ন হয় তাকে বলে আলম্বন বিভাব। অন্যদিকে যেসব বস্তু বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা মূলরসকে উদ্দীপিত করে, রসসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রচনা করে, তাই হল উদ্দীপন বিভাব।

'অনুভাব' - অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, অর্থাৎ যে ভাবকে অনুসরণ করে পরে কার্য্য প্রকাশ পায়। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যখন কোন ভাব জাগ্রত হয়, তখন বাইরেও তার প্রকাশ-লক্ষণ দেখা যায়। ক্রুদ্ধ হলে আমাদের চক্ষু রক্তিম, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়। কাব্যের নায়ক নায়িকা এভাবেই যখন যে কার্যের দ্বারা বা শারীরিক চেষ্টার দ্বারা তাদের অন্তরের চেতনাকে বাইরে প্রকাশ করে, সেটাই অনুভাব।

· স্থায়িভাবের পরিণতিই রস, বাকিগুলিকে বলে সঞ্চারী/ ব্যভিচারী। এক কাব্যপ্রবন্ধে নানা রস একত্র থাকলেও দেখা যায়, কবিরা কাব্যের উৎকর্ষের জন্য একটি রসকেই প্রধান করেন। বাকি রসগুলি তার পরিপোষক বা সঞ্চারী।
চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব, কাব্যের বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী বা ব্যভিচারীর সাহায্যে যুক্ত হয়ে, রসে পরিণত হয়।

কবির যদি সাধারণীকরণের শক্তি থাকে এবং দর্শকেরা যদি তাতে তন্ময় হন, তবে পাঠক/ দর্শকচিত্তে ভাবের অভিব্যক্তি সম্পন্ন হয়, তা, লৌকিক আবরণকে উন্মোচিত করে অ-লৌকিক ভাব জগতে নিয়ে যায়। সংস্কৃতশাস্ত্রের রসাচার্য্যরা, পণ্ডিত জগন্নাথ এই বিষয়টিকে বলেছেন চিদ্গত আবরণ ভঙ্গ। এই আবরণভঙ্গের পর আমাদের চিত্তে সত্ত্বগুণের জাগরণ হয়। মনোময় কোষ থেকে উর্দ্ধে উঠে বিজ্ঞান এবং আনন্দময় কোষে গিয়ে বিরাজ করতে থাকেন। এই সময় যে হার্দিক অনুভব জন্মায়, তারই নাম রস।

ভাব লৌকিক কিন্তু রস অ-লৌকিক

বাস্তব জগতের ক্রিয়া আমাদের মনে লৌকিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, কাব্যে যখন সেই ক্রিয়া প্রকাশ হয়, তখন তার প্রতিক্রিয়া অ-লৌকিক। ব্যবহারিক জগতের লৌকিকভাব কাব্যজগতে কীভাবে অ-লৌকিকে পর্যবসিত হয়, তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ — ক্রৌঞ্চমিথুনের একজনকে নিহত হতে দেখে বাল্মীকির প্রাথমিক ভাবে শোকবিহ্বল হওয়া, তা থেকে শ্লোক উৎপন্ন হওয়া। কিন্তু যিনি শোক অনুভব করেছিলেন এবং যে ব্যক্তি শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন, এই দুজন এক হয়েও পৃথক। এর তিনটি স্তর আছে —

(i) সহচরী নিহত হওয়ায় ক্রৌঞ্চ আর্তনাদ করছে।

(ii) ঋষি বাল্মীকি সেই শোকের সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়েছেন। এত গভীর

(iii) সেই গভীর শোক থেকে মুক্তি পেয়েছেন কাব্যের আনন্দলোকে।

আত্যন্তিক নির্লিপ্ততার প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক মনোবিদ এরই নাম দিয়েছেন Psychological distance. বস্তুত রসানুভূতি অন্য সমস্ত অনুভূতি থেকে পৃথক। এটি চিত্তের একটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া। বাস্তব জগতে যেসব শ্রেণীর অভিজ্ঞতা আমরা পাই, তা আমাদের প্রকৃত তৃপ্তির সংস্পর্শ দেয় না, কিন্তু কাব্য তা দেয় কারণ বস্তু নিরপেক্ষ আনন্দ এবং এই অনুভব আমার হয়েও সবার, সবার হয়েও আমার। এতে অহংবোধই নয় — সার্বিক মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ রসোপলব্ধিকে তাই বলেছেন 'অখণ্ডসাক্ষাৎ' এইখানেই আলংকারিকদের সঙ্গে সুর অনুসরণ করেছে।
বিশ্বনাথ কবিরাজ একে ব্রহ্মাস্বাদসহোদরতুল্য বলেছেন। ব্রহ্মাস্বাদে যেমন অন্য কোন জ্ঞান নেই, কাব্যরসেও তেমনই কাব্যানন্দ ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান নেই। তাইই মুক্তি ও যা আনন্দকে উদ্বুদ্ধ করে।